সমকাল

তারিখ ... 10 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

আরও কত দূরে আছে সে আনন্দধাম!

উপভোগ্য বিদ্যালয় | নিশাত সুলতানা

একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মসূচি সমন্বয়কারী

ক' দিন আগের কথা। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমরা একই হলে থাকতাম। অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। বসে পড়লাম পাশের একটি রেস্টুরেন্টে। কফি খেতে খেতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে সেতুবন্ধ করার চেষ্টা করলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলোচনায় এলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। কী সুন্দরই না ছিল সে দিনগুলো! সেখানকার ভয়হীন, মুক্ত, স্বাধীন পরিবেশে আমরা সাফল্যের সঙ্গেই সমাপ্ত করেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। পাশাপাশি আলোচনায় এলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের স্কুল তথা শিক্ষাজীবনের কথা। আমার বান্ধবীটি জানাল, তার সন্তানটি ঢাকার স্বনামধন্য একটি বেসরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। ভালো স্কুলের নাম শুনেই তাকে 'সৌভাগ্যবান মা' বলে মন্তব্য করলাম। কিন্তু আমার এই মন্তব্যে সে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না, বরং তার মুখে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। কারণ জানতে চাইলে সে অসহায়ভাবে জানাল, স্কুলটিতে বাচ্চাদের পড়ার প্রচণ্ড চাপ, যা তাকে প্রায়ই বিচলিত করে। তবে নিজের সন্তানের পারফরম্যান্সে সে সন্তুষ্ট। সে মনে করে তার সন্তানটি বয়স অনুযায়ী যথেষ্ট ভালো করছে। কিন্তু তার পরও তার চিন্তিত মুখ! কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। এর উত্তরে সে যা বলল, তা মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। সে জানাল, তার সন্তানটি প্রায়ই স্কুলে যেতে চায় না। স্কুলের দু'জন শিক্ষককে সে যমের মতো ভয় পায়! শুনে বেশ অবাক হই। যেহেতু স্কুলটি বেশ নামকরা, তাই শারীরিক শাস্তির বিষয়টি আমি মাথাতেই আনতে পারলাম না। বাকি রইল মানসিক শাস্তি এবং দুর্ভাগ্যবশত শেষ পর্যন্ত আমার অনুমানই সত্য হলো। ওই দু'জন শিক্ষক কর্তৃক শিশুটি প্রায়ই মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এই শিক্ষক দু'জন নাকি মাঝে মাঝেই শিশুটির প্রতি এমন কিছু মন্তব্য ছুড়ে বসেন, যা সে কোনোভাবেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আর পরিবারের মধ্যে শিশুটি কখনোই এ ধরনের ব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত নয়। ফলাফল হলো, শিশুটি ওই দু'জন শিক্ষকের ক্লাসে এক ধরনের হীনম্মন্যতায় ভোগে। মা শিশুটিকে যতই অভয় দেন না কেন, ওর মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে যে, সে এ দুটি বিষয়ে ভালো নয়। ফলে দিন দিন সে বিষয় দুটিতে পিছিয়ে পড়ছে। এই আলোচনার পর মনটা বিষাদে ভরে ওঠে! শিশুটির জন্য বুকের ভেতর এক ধরনের কষ্ট অনুভব করি! মনের মধ্যে ভেসে ওঠে আমার সন্তানের ছবি। সেও তো এ পরিস্থিতির শিকার হতে পারে! কিংবা হয়তো হচ্ছে প্রতিনিয়ত; আমি জানি না। আর শুধু আমার সন্তান নিয়েই আমি ভাবছি কেন! হয়তো অনেক শিশুই প্রতিনিয়ত এ ধরনের ব্যবহার হজম করছে। তাদের কোমল শিশু হৃদয়ে যে কত কষ্ট জমা আছে সে খবর আমরা ক'জনই বা রাখি! অচিরেই মনের মাঝে জেগে ওঠে এক প্রশ্ন– সত্যিই কি আমরা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসিক নির্যাতনমুক্ত করতে পেরেছি! সত্যিকার অর্থে আমরা কতটুকু সচেতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুর মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে!

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনের ব্যাপারটি অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিষয়টি আলোচনায় আসে, পত্রপত্রিকায় ছবিসহ লেখালেখিও হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এখনও আমরা আমাদের স্কুলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে শারীরিক শাস্তিমুক্ত করতে পারিনি। তার পরও আমি আশাবাদী, একটা সময় আমরা সফল হব এবং বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুল হবে শারীরিক শাস্তিমুক্ত। দীর্ঘমেয়াদে হলেও শারীরিক শাস্তি নির্মূল করা সম্ভব, কারণ এই ধরনের শাস্তি দৃশ্যমান এবং এ ক্ষেত্রে অপরাধীকে শনাক্ত করা সহজ। কিন্তু যে শাস্তিকে দেখা যায় না, তাকে নির্মূল করা এত সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারীকে চিহ্নিত করা এবং প্রমাণ করার প্রক্রিয়াটিও বেশ জটিল। ক্ষতির দিক থেকে এর মাত্রা শারীরিক শাস্তির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, বরং বেশি। সরকার বিভিন্ন সময়ে ভয়ভীতিমুক্ত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলে আসছে। ভয়ভীতিহীন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে হতে হবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনমুক্ত। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে এখনও শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেরই পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেক শিক্ষক আছেন, যারা নিজেদের অজ্ঞতাবশত এই অপরাধটি করে থাকেন আর তাদের অজ্ঞতার শিকার হয় নিষ্পাপ শিশুরা। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা নানাভাবে শিশুকে মানসিক নির্যাতন করেন। তারা প্রায়ই শিক্ষার্থীকে ছুড়ে মারেন খাতা-কলম, বিভিন্ন ইতর প্রাণীর সঙ্গে শিশুদের তুলনা করেন কিংবা এমন কিছু মন্তব্য করে বসেন, যা শিশুটির আত্মমর্যাদার পক্ষে চরম অবমাননাকর। অনেক শিক্ষক গায়ে হাত না তুললেও গায়ে হাত তোলার হুমকি দেন। সত্যিকার অর্থে গায়ে হাত তোলা আর গায়ে হাত তোলার হুমকি দেওয়ার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। অনেকে মনেও আনে না যে শিশুটি যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন, তার মধ্যে আছে আত্মসম্মানবোধ আর এই আত্মসম্মানবোধে যখন আঘাত লাগে, তখন তার মনের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর পরিণতি হিসেবে শিশুটি নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলতে পারে, প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণ মানসিকতা নিয়ে বড় হতে পারে। এর যে কোনো একটি শিশুর জন্য ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে আনতে পারে। সরকারি কিংবা বেসরকারি স্কুলগুলোতে যেমন শিক্ষকের এই অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণগুলো প্রচলিত রয়েছে, ঠিক তেমনি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেই কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার ধোঁয়া তুলে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করা হয় শিক্ষার্থীদের প্রতি।

প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বিকাশের দায়িত্ব একদিকে যেমন পরিবারের, অন্যদিকে শিক্ষকদের। মা-বাবার অভিজ্ঞতা হলো, তারা পাঁচবার একটি কথা বললে শিশুরা যে গুরুত্ব না দেয় শিক্ষকরা একবার বললে তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্ব দেয়। শিশুর এই আচরণ প্রমাণ করে তাদের চোখে শিক্ষকরাই সেরা, তারাই তাদের আদর্শ

শিশুর প্রতি মানসিক নির্যাতন আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত বড় একটি হুমকি। যেসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি এ ধরনের আচরণ করছেন, তাদের বিষয়ে একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ ধরনের শিক্ষকের কাছ থেকে শিশুরা আসলে কতটুকু শিখছে। শিক্ষা মানে কিন্তু শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় বরং শিক্ষা মানে মুক্তি, মনোজগতের ইতিবাচক পরিবর্তন, শিশুর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ। আজ শিশুর চোখে আপনার প্রতি যে ভয় আপনি উপভোগ করছেন কালকে সেই ভয়ই আপনার প্রতি করুণাতে পরিণত হবে, যা আপনি জানতেও পারবেন না! যে নিষ্ঠুর আচরণ শিক্ষার্থীরা আপনার কাছ থেকে শিখছে পরবর্তীকালে সেই নিষ্ঠুরতার শিকার হবো আমি, আপনি, আমরা সবাই। কারণ এ শিশুরাই যে আমাদের ভবিষ্যৎ!

শিশুকে শাসন করার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সে শাসন যেন কোনোভাবেই শিশুর আত্মসম্মানের পক্ষে গ্লানিকর না হয়। অনুরূপভাবে অভিভাবকদেরও নিশ্চিত করতে হবে বাড়ির অভ্যন্তরে শিশুরা যেন শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয়। শারীরিক শাস্তির পাশাপাশি মানসিক শাস্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা এবং শিশুর ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সর্বমহলের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যালয়গুলোকে মানসিক নির্যাতনমুক্ত করার পূর্বশর্ত হলো, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা ও শিক্ষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান। বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণে শারীরিক শাস্তির পাশাপাশি মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। শুধু শিক্ষকরা জানলে হবে না, এ বিষয়ে জানাতে হবে অভিভাবকদেরও। তাদেরও এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। সুনির্দিষ্ট মানসিক নির্যাতনের অভিযোগের ক্ষেত্রে বিষয়টি সঠিকভাবে তদন্ত করা এবং প্রমাণিত হলে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান থাকাটা জরুরি।

প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বিকাশের দায়িত্ব একদিকে যেমন পরিবারের, অন্যদিকে শিক্ষকদের। মা-বাবার অভিজ্ঞতা হলো, তারা পাঁচবার একটি কথা বললে শিশুরা যে গুরুত্ব না দেয় শিক্ষকরা একবার বললে তার চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্ব দেয়। শিশুর এই আচরণ প্রমাণ করে তাদের চোখে শিক্ষকরাই সেরা, তারাই তাদের আদর্শ। শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়ে শিক্ষকদের জন্য এই যে উচ্চ আসন তা কিন্তু লোক দেখানো নয়। তাই এই উচ্চ আসনের মান রাখার দায়িত্ব কিন্তু শিক্ষকেরও।

purba_du@yahoo.com